ভাষা আন্দোলন ও বাংলা ভাষায় শিল্প-সংস্কৃতি এবং জ্ঞানচর্চা

যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা সরকারি ভাষা ইংরেজি তখনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভীত রচনা করে দেন... লিখেছেন রাহমান চৌধুরী

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের বাঙালির জীবনের এক বিরাট অধ্যায়। ভাষা আন্দোলন হয়েছিল গত শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়, তারপর বায়ান্ন বছরের অধিক সময় পার হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে বাংলা ভাষার প্রশ্নে শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্য-জ্ঞান বিজ্ঞানে আমাদের অর্জন কতটুকু সে প্রশ্ন থেকেই যায়। বাংলাভাষা সাহিত্যে গত বায়ান্ন বছরে অর্জন যে খুব কম তা নয়, কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির প্রশ্নে তা খুবই সামান্য। ভাষা আন্দোলন গত ৫০ বছরের অধিক সময় ধরে বিরাট এক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, দেশের গণমানুষের কাছে এবং দেশে বিদেশে বিরাট ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলন দিবস এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে সম্মান পেয়েছে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের মূল্য ছিল কী এই সম্মান লাভ, নাকি জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য চর্চায় বাংলা ভাষার বিস্তার? ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্যকে আমরা আসলে কীভাবে দেখব? খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এটি জাতির অগ্রগতির প্রশ্নে।

বাংলা যখন ভারতবর্ষের অধীন ছিল কিংবা ব্রিটিশ শাসনের অধীন তখন রাষ্ট্রীয় ভাষা ছিল ফার্সি এবং পরে ইংরেজি। কিন্তু সাধারণ মানুষ তখনও বাংলা ভাষায়, মাতৃভাষায় কথা বলত। শুধু রামমোহন এবং একদল বাবুরা ইংরেজি বলতে এবং ইংরেজি ভাষায় লিখতে পছন্দ করতেন। যখন ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা সরকারি ভাষা ইংরেজি তখনই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভীত রচনা করে দেন। ইংরেজ শাসনামলেই গড়ে ওঠে বাংলা মঞ্চ নাটকের আদিপর্ব। বিভিন্ন পত্রিকা, সভা-সমিতির নামকরণও হয় বাংলায়। বাংলার একদল ইংরেজি শিক্ষিত আধুনিক মানুষরাই তা করেছিলেন। সরকারি ভাষা ইংরেজি হওয়া সত্ত্বেও শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতচর্চা, বাংলা ভাষাতেই প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। বাংলাভাষার প্রতি আকুণ্ঠ সমর্থন লাভে সেদিন ভাষা আন্দোলনের দরকার হয়নি। নীরবেই বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠার বিপ্লব সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ মানুষের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী দিকটি হচ্ছে তার ভাষা, তাকে সহজে বদলানো যায় না। বিদেশী পোশাক যত দ্রুত মানুষের গায়ে চরিয়ে দেয়া যায়, মুখের ভাষা তত সহজে কেড়ে নেয়া যায় না। সরকার যতই কোনো বিদেশী ভাষাকে সরকারি ভাষা করে তুলুক সাধারণ মানুষ তার মাতৃভাষাতেই কথা বলবে, নিজেদের শিল্প-সাহিত্য রচনা করবে।

কেন উপরে এতসব প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো। তার কারণ যদি পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু করা হতো, সাধারণ মানুষের জীবনে তার প্রভাব পড়তো খুবই কম। রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু তার মাতৃভাষাতেই কথা বলতো এবং শিল্প-সাহিত্য চর্চা করতো। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাস তাইতো বলে। বহু বিদেশী শাসনেও বাঙালিরাও তো নিজের মাতৃভাষাতেই শিল্প-সাহিত্যের চর্চা চালিয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ কখনো সরকারি ভাষার পৃষ্ঠপোষক হয় না, সরকারি ভাষার পৃষ্ঠপোষক হয় মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদীরা। গত বায়ান্ন বছরের অধিককাল ধরে আমরা তাই লক্ষ্য করে এসেছি। ভাষা আন্দোলন ছিল এক মহান আন্দোলন কিন্তু শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনে এ আন্দোলনের প্রতিফলন আমরা কী দেখতে পাই। উর্দু ভাষার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসার তেমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইংরেজি ভাষা গ্রাস করে রেখেছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ইংরেজি ভাষাতেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন এবং এখনো করছেন। এরশাদের শাসনকালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত সরকারি অফিস আদালতের ভাষা ছিল প্রধানত ইংরেজি। এখনো আমাদের বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, সাহায্য সংস্থা এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ভাষা ইংরেজি। দেশের উন্নয়নমূলক সভা-সেমিনারের ভাষা ইংরেজি এবং প্রচুর ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, প্রয়োজনের অধিক। বাংলাদেশের গবেষকরা ইংরেজিতেই লিখতে পছন্দ করেন। ছাত্রছাত্রীদের ভালো ইংরেজি না জানার কারণে বহু শিক্ষক তাদের প্রতি উন্নাসিক আচরণ করেন।

কিছুদিন আগে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেখানে একজনও বিদেশী ছিল না। অথচ দুঘন্টার অনুষ্ঠানটিতে একটিও বাংলা বাক্য ব্যবহৃত হয়নি। মিলনায়তনে বসে মনে হচ্ছিল ইংরেজ শাসিত অঞ্চলে বসে আছি। পরদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে একজন উদ্ধত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, ‘জ্ঞানচর্চার আলোচনা ইংরেজিতেই হবে, যাদের ভালো লাগে না তারা এসব অনুষ্ঠানে আস কেন?’ এ রকম উদাহরণ অনেক দেয়া যাবে। যার অর্থ দাঁড়ায় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উর্দুকে ঠেকানো হয়েছে যেন ইংরেজি প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য।

বাংলাভাষা এবং ভাষা আন্দোলনের প্রতি শিক্ষিত সমাজের সত্যিকার মনোভাব বোঝার জন্য দু-একটি ছোট উদাহরণ না দিয়ে পারছি না। 'তমুদ্দিন মজলিস' নামের প্রতিষ্ঠান বাংলা ভাষার পক্ষে এবং ভাষা আন্দোলনের বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামটি তারা বাংলায় রাখেনি। মওলানা ভাসানী এবং অন্যান্যরা ভাষা আন্দোলনের জন্য লড়াই করলেন কিন্তু রাজনৈতিক দলের নাম রাখলেন 'আওয়ামী লীগ'। উর্দু ইংরেজি শব্দ মিলিয়ে। বাংলার ভাষার জন্য রক্ত দিয়েও বাংলা নাম তারা খুঁজে পেলেন না। আজও আমরা দেখব বড় বড় ফুলের তোড়া নিয়ে যারা শহীদ মিনারে যাচ্ছেন আন্তরিকভাবেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, তারা কিন্তু নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামটি রাখছেন ইংরেজিতে। লিখছেন ইংরেজিতে, বন্ধুরা একসঙ্গে হলে কথা বলছেন ইংরেজিতে এবং তাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো বাংলা বলছেন। ছেলেমেয়েরা বাংলা না শিখলে তাদের আপত্তি নেই। কিন্তু ইংরেজি না শিখলে তারা লজ্জা পান। বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের সম্মান নেই, যা আছে তা হলো মধ্যবিত্তের আবেগ। লোক দেখানো আনুষ্ঠানিকতা কিংবা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাঙালি প্রমাণ করা।

ভাষা আন্দোলন নিয়ে আমরা অহঙ্কার করছি এবং সেটা করা উচিত। শহীদদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল থাকা উচিত। ভাষার জন্য প্রাণ দেয়া বিরাট তাৎপর্য ঘটনা। কিন্তু ইংরেজি শাসনে বাংলা ভাষা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথসহ আরো যে সব ব্যক্তির দেখা পেয়েছি তেমন বিশ্ব মাপের লেখক-সাহিত্যিকদের দেখা আমরা পাচ্ছি না কেন? কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বাদ দিয়ে, ইতিহাস-অর্থনীতি দর্শনবাদ বাদ দিয়ে কখনোই বড়মাপের শিল্প-সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। বাংলাভাষায় আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কোথায় যে, আমরা জগৎ জেনে বুঝে মহৎ শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করবো। বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের যুগে বাংলা ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার সুযোগ ছিল না বলে, তাঁরা ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন এবং বাংলা ভাষায় তার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি মাতৃভাষা বাদ দিয়ে ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা করতে যেতেন তাহলে তিনি কখনোই রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারতেন না। মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করলে কখনোই 'মেঘনাদ বধ' কাব্য লিখতে সমর্থ হতেন না, তিনি যতই ইংরেজি ভাষা রপ্ত করুন না কেন। মাতৃভাষা শুধু ভাষা নয়, পূর্ণ জীবন প্রণালী এই অর্থে যে, নিজ ভাষাভাষী সব মানুষের ঐতিহ্যের মধ্যে পরিস্ফুটিত থাকে। সেখানে সম্পূর্ণতাকে ধরা যায়। বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা করা যায়, তবে এই লেখায় সে সুযোগ নেই। প্রসঙ্গ শেষ করার জন্য মাইকেল মধুসূদনই এ ক্ষেত্রে বড় উদাহরণ হতে পারেন, যিনি ইংরেজিতে সাহিত্য চর্চা করার উন্মাদনা নিয়ে মাতৃভাষার কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন 'হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিধি রতন'। বাংলা ভাষায় আমাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার চর্চা হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই, মান যাই হোক কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান বা আইনের চর্চা হচ্ছে না বললেই চলে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে এখন আমাদের একটি শ্রেষ্ঠ গান রয়েছে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। আরো কিছু গান রয়েছে। গানের ক্ষেত্রে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসম্ভব ভালো কাজ হয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে রয়েছি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের বাংলাদেশের বাঙালিদের প্রতি বিরাট শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে। তারা মনে করেন এটা আমাদের বিরাট অর্জন। এ নিয়ে আমরাও গর্ব করি এবং বলি আমরাই একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছি। কিন্তু তারপর আমাদের অর্জন কতটুকু? জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় আমরা বাংলা ভাষার কতটুকু বিস্তার ঘটাতে পেরেছি। সারা উন্নত বিশ্ব নিজভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করছে আর আমরা বাধা পড়ে আছি ইংরেজি ভাষার কাছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা ভাষা আন্দোলন করেনি, করতে হয়নি কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় তারা বাংলা ভাষার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়েছে। বিশেষ করে ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা বিশ্বের বিপুল জ্ঞান ভান্ডারকে বাংলা ভাষার অনুবাদ করে চলেছেন এবং নিজেরাও এসব বিষয় নিয়ে লিখছেন। চিকিৎসা এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত বইও সেখান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ আমাদের তথাকথিত পণ্ডিতরা বলছেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়। অথচ আমরা বহুবছর আগেই দেখেছি, সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর বাংলা ভাষায় চমৎকার চমৎকার সব গ্রন্থ বের হয়েছে। বহু বড় বড় বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব।

দেশের অগ্রগতির জন্য প্রথম দরকার বিশের সব জ্ঞানভাণ্ডার মাতৃভাষায় নিজ দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া, ভাষার প্রশ্নে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে মুক্ত থাকা। মাইকেলের ভাষায় 'ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি...' ভাষাকে নয়, সারা বিশ্বের জ্ঞান আমাকে নিতে হবে অন্য ভাষার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ নয়, অন্য ভাষাকে বর্জন নয়, কিন্তু মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তোলা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চাকে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। রেনেসাঁ পৃথিবীকে বিশাল এক অগ্রগতির দিকে পৌঁছে দিয়েছিল। তার প্রধান কারণটিই মাতৃভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য এবং ধর্মচর্চা। ল্যাটিন ভাষা ছিল সাধারণ মানুষের বোধগম্যের বাইরে। ল্যাটিন থেকে যখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মাতৃভাষায় জ্ঞান শুরু করল, তাদের অগ্রগতি নতুন দিক-নির্দেশনা পেল। ধর্মের কুসংস্কার থেকে মানুষ বের হয়ে নতুন চোখ দিয়ে জগৎকে দেখতে শিখল। ল্যাটিন ভাষা দীর্ঘকাল মানুষকে অন্ধ করে রেখেছিল। মাতৃভাষা তাকে দৃষ্টি প্রদান করল। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে যদি আমরা কুসংস্কার মুক্ত করে প্রগতির পথে, অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সর্বস্তরের বাংলা ভাষায় চালু করতে হবে। বাংলা ভাষায় যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায় তাহলে জাতি হিসেবে আমাদের মনের হীনম্মন্যতায়ও কেটে যাবে।

১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে চট্টগ্রামের শিল্পীদের গণসঙ্গীতের আসরে বাঁ দিক থেকে জাহানারা ইসলাম, বিলকিস নাসির উদ্দিন, খালেদা রহমান, দিপ্তী খাস্তগীর, কামেলা শরাফী, কলিম শরাফী- ছবি : অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম

নাট্যোৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনার

একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালা, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হলে এবং মহিলা সমিতিতে শুরু হয়েছে অষ্টম 'নাট্যোৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনার।' আইটিআই-বাংলাদেশ কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে প্রতিনিধিত্ব করবেন বাংলাদেশের ১৫০ জনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২৫ জন প্রতিনিধি। অংশ নেওয়া দেশগুলো হচ্ছে ভারত, নেপাল, কোরিয়া, ফিলিপাইন, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, জার্মানি, সুইজারল্যান্ডসহ অন্যান্য দেশ। 'নাটক -সম্প্রীতির ক্ষেত্র নির্মাণ' এই স্লোগান নিয়ে শুরু হওয়া নাট্যোৎসব ও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আইটিআই নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হবে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গল গ্যালারিতে। সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি সিরডাব মিলনায়তনে। ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এ উৎসবে যেসব নাটক দেখানো হবে-

ঢাকা থিয়েটারের বিনোদিনী নাটকে শিমুল ইউসুফ

তারিখ ও সময়	স্থান	নাটক	দল
২২ ” ”	জাতীয় নাট্যশালায়	সোনাই বিবি	সেন্টার ফর এশিয়ান থিয়েটার
২২ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	সময়ের প্রয়োজনে	থিয়েটার আই ইউনিট
২২ ” ”	মহিলা সমিতি	এই ঘর এই বসতি	গণনায়ন চট্টগ্রাম
২৩ ” ”	জাতীয় নাট্যশালায়	মাঝরাতের মানুষেরা	লোক নাট্যদল
২৩ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	বিনোদিনী	ঢাকা থিয়েটার
২৩ ” ”	মহিলা সমিতি	নাট্যত্রয়ী	নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়
২৪ ” ”	জাতীয় নাট্যশালায়	দ্বাররুদ্ধ	চট্টগ্রাম তীর্যকের
২৪ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	রাঢ়াঙ	আরণ্যক
২৪ ” ”	মহিলা সমিতি	শিখন্ডি কথা	মহাকাল
২৫ ” ”	জাতীয় নাট্যশালায়	চণ্ডালিকা	নৃত্য নন্দনের
২৫ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	সিরাজউজদ্দৌলা	দেশ অপেরার
২৫ ” ”	মহিলা সমিতি	বলদ	থিয়েটার নাটক সরণী
২৬ ” ”	জাতীয় নাট্যশালার	মিমাংচীন	জাবির নাটক ও নাট্যতত্ত্ব
২৬ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	মানগুলা	পালাকার
২৬ ” ”	মহিলা সমিতি	মৃচ্ছকটিক	নাগরিকনাট্যসম্প্রদায় অনাসাম্বলের
২৭ ” ”	জাতীয় নাট্য শালা	কৈবর্ত বিদ্রোহ	বগুড়া থিয়েটার
২৭ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	বেহুলার ভাসান	ঢাবি নাট্যকলাবিদ
২৭ ” ”	মহিলা সমিতি	জন্মদিন	থিয়েটার
২৮ ” ”	জাতীয় নাট্যশালায়	ক্ষুধিত পাষাণ	সুবচন
২৮ ” ”	এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হল	কথা '৭১	ঢাকা পদাদিক
২৮ ” ”	মহিলা সমিতি	প্রজাপতি	নাট্যকেন্দ্র